অব্যর্থ চিকিৎসায়
ম্যাজিক অব মাদারটিংচার
ভারতীয় ভেষজ
সহ
(হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া)

ডাঃ এ.কে. চাকলাদার

মর্ডান হোমিওপ্যাথিক পাবলিকেশন

ম্যাজিক অব দি মাদার টিংচার

	পৃষ্ঠা নম্বর
মাদার টিংচার পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী ...	১১
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কিভাবে রাখতে হয় ...	২১
হোমিওপ্যাথিক ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় বাসন পত্র এবং উপকরণ ...	২১
মাদার টিংচার সংরক্ষণের উপায় ...	২৫
একটি আদর্শ হোমিওপ্যাথিক ঃ ...	২৫
ল্যাবরেটরি কিভাবে সাজান উচিত ...	২৫
হোমিওপ্যাথিক ওষুধের উৎস ...	২৬
ডাক্তারিতে প্রচলিত ওজন এবং মাপ ...	২৭
মাদার টিংচার হতে ট্রাইটুরেশন প্রস্তুতে নিয়ম ...	২৭
হোমিও ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহার ...	২৭
এবিস ক্যানাডেন্‌শিস ...	৩১
এবিস নাইগ্রা ...	৩১
এব্রোমা অগষ্টা ফোলিয়া ...	৩২
অ্যাব্রোমা রেডিক্স ...	৩৩
এ্যাবসিনথিয়াম ...	৩৩
একালাইফাইন্ডিকা ...	৩৪
এ্যাসাইরানথিসেস এশপেরা ...	৩৪
অসিডাম এসিটিকাম ...	৩৫
অসিডাম বেঞ্জইকাম ...	৩৬
এসিডাম কার্বলিকাম ...	৩৭
এসিডাম ক্রোমিকাম ...	৩৮
এসিডাম সাইট্রিকাম ...	৩৮
এসিডাম ফর্মিকাম ...	৩৮
এসিডাম গ্যালিকাম ...	৩৯
এসিডাম হাইড্রোসায়ানিকাম ...	৩৯
এসিডাম ল্যাকটিকাম ...	৪০
এসিডাম মিউরিটিকাম ...	৪১
এসিডাম নাইট্রিকাম ...	৪২
এসিডাম নাইট্রোমিউরিয়েটিকাম ...	৪৩
এসিডাম অক্সালিকাম ...	৪৩
এসিডাম ফসফরিকাম ...	৪৪
এসিডাম পিক্রিকাম ...	৪৬
এসিডাম সালফিউরিকাম ...	৪৭
অসিডাম ট্যানিকাম ...	৪৮
অসিডাম টারটারিকাম ...	৪৮
একোনাইট ...	৪৮
একোনাইটাম ফেরক্স ...	৫০
একোনাইটাম রেডিক্স ...	৫১
একটিয়া স্পাইকেটা ...	৫২
আডাটোডা বসাক ...	৫৩
এডোনিস ভার্নালিস ...	৫৩
ঈগল ফোলিয়া ...	৫৪
ঈগল মারমেলস ...	৫৪
ইস্কিউলাস গ্ল্যাবরা ...	৫৫
ইস্কিউলাস হিপোক্যাসটানাম ...	৫৫

ইথুজা সাইনেপিয়াম ... ৫৬
এগারিকাস মাস্কেরিয়াস ... ৫৮
এ্যাগনাস ক্যাসটাস ... ৬০
এইল্যানথাসগ্ল্যান্ডলোসা ... ৬১
এলোট্রিস ক্যারিনোসা ... ৬২
আলফালফা ... ৬৩
এলিয়াম সেপা ... ৬৪
এলিয়াম স্যাটাইভাম ... ৬৫
এলনাস রুব্রা ... ৬৫
এ্যালো সকোট্রিনা ... ৬৬
এলেষ্টোনিয়া স্কলারিস ... ৬৮
এলুমেন ... ৬৮
এমোনিয়াম এসিটিকাম ... ৬৯
এমোনিয়াম কার্বনিকাম ... ৬৯
এমোনিয়াম কষ্টিকাম ... ৭১
এমোনিয়াম মিউরিয়াটিকাম ... ৭২
এ্যামিগডালা এ্যামেরা ... ৭৩
এ্যামিগডালাপার্শিকা ... ৭৪
এমিল নাইট্রোসাম ... ৭৪
এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেনটালিস ... ৭৫
এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টালি ... ৭৫
এ্যানাগেলিস আরভেনসিস ... ৭৭
এ্যানানথেরাম মিউরিয়েটিকাম ... ৭৭
এ্যানডারসোনিয়া রোহিতকা ... ৭৮
এন্ড্রোগ্রাফিস পেনিকুলেটা ... ৭৮
এ্যানাগাশ্চরা ভেরা ... ৭৯
এনিলিনাম ... ৮০
এ্যানিথিমিস নোবিলিস ... ৮০
এ্যাকাইরেনথিস অ্যাসপারা ... ৮১
এপিস মেলিকিফা ... ৮১
এপোসাইনাম এ্যান্ড্রোস ... ৮৩
এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম ... ৮৩
এ্যারালিয়া রেসিমোসা ... ৮৪
আর্কটিয়াম লাপ্পা ... ৮৫
আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ... ৮৫
অর্জুন ... ৮৭
আর্ণিকা ... ৮৮
আর্সিনিকাম এলবাম ... ৯০
আর্টিমিসিয়া এব্রোটেনাম ... ৯২
আর্টিমিসিয়া এ্যাবসিনথিয়াম ... ৯৩
আর্টিমিসিয়া ভালগারিস ... ৯৪
অরাম মেকুলেটাম ... ৯৫
অরাম ট্রিফাইলাম ... ৯৫
এসাফিটিডা ... ৯৬
এসরাম ক্যানাডেনাসিস ... ৯৭
এসক্লেপিরাস ইনকারনেটা ... ৯৭
এসক্লেপিরাস টিউবারোসা ... ৯৭
অশোকা ... ৯৮

এসপিডসপারমা ... ৯৮
অশ্বগন্ধা ... ৯৮
আর্টিষ্টা ইন্ডিকা ... ৯৯
আর্টিষ্টা র‍্যাডিক্স ... ৯৯
এভেনা স্যাটাইভা ... ১০০
এজাডিরেকটা ... ১০০
ব্যাডিয়াগা ... ১০১
বলসামাম ... ১০২
ব্যাপটেসিয়া টিংটোরিয়া ... ১০৩
ব্যারোসমা ক্রিনেটা ... ১০৪
ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা ... ১০৫
বাসক ... ১০৬
বেলেডোনা ... ১০৬
বেলিস পেরিনিস ... ১০৯
বার্বেরিস একুইফোলিয়াম ... ১১০
বার্বেরিস ভালগেরিস ... ১১০
ব্ল্যাটা অরিয়েন্টালিস ... ১১২
ব্লুমিয়া অডোরেটা ... ১১২
বোরাভিয়া ডিফিউজা ... ১১৩
বোরাক্স ... ১১৩
বোভিষ্টা ... ১১৪
ব্রাহ্মী ... ১১৫
ব্রায়োনিয়া এল্বা ... ১১৬
ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস ... ১১৮
ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম ... ১১৯
ক্যালেন্ডুলা অফিসিনালিস ... ১২০
ক্যাম্ফর ... ১২১
ক্যানথারিস ... ১২২
ক্যাপসিকাম ... ১২৪
কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস ... ১২৫
ক্যারিকা পেপেয়া ... ১২৬
ক্যাসক্তেরা সগরাদা ... ১২৭
ক্যাসকেরিলা ... ১২৭
ক্যাষ্টানিয়া ভেসকা ... ১২৮
ক্যাষ্টেরিয়াম ... ১২৮
কলোফাইলাম ... ১২৮
কষ্টিকাম ... ১২৯
সিয়েনোথাস ... ১৩১
সিড্রন ... ১৩২
সেকালেন্ড্রা ইন্ডিকা ... ১৩৩
ক্যামোমিলা ... ১৩৩
চ্যাপারো এমারগোসা ... ১৩৫
চেলিডোনিয়াম ... ১৩৫
চিলোন গ্ল্যাবা ... ১৩৭
চিনোপোডিয়াম এ্যান্থেলমিন্টিকাম ... ১৩৭
চিমাফিলা এম্বেলাটা ... ১৩৮
চায়না অফিসিনালিস ... ১৩৮

চিয়োন্যানথাথ ভার্জিনিকা ... ১৪১
চিরতা ... ১৪১
সাইকিউটা ভিরোসা ... ১৪২
সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ... ১৪৪
সিনা ... ১৪৫
সিসটাস ক্যামাডেনসিস ... ১৪৭
কলোসিনথিস ... ১৪৮
ক্লিমেটিস ইরেকটা ... ১৫০
ককুলাস ইন্ডিকা ... ১৫১
কক্কাস ক্যাকটি ... ১৫৩
কচলিয়েরিয়া আরমোরেসিয়া ... ১৫৪
কফিয়া ক্রুডা ... ১৫৫
কলচিকাম ... ১৫৬
কলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্‌সিস ... ১৫৮
কমোক্ল্যাডিয়া ডেন্টেটা ... ১৫৯
কন্ডুর‍্যাঙ্গো ... ১৬০
কোনিয়াম ... ১৬০
কনভেলেরিয়া মেজলিস ... ১৬২
কোপেইভা অফিসিনালিশ ... ১৬৩
ক্রাটিগাস ... ১৬৪
ক্রোকাস স্যাটাইভা ... ১৬৫
ক্রিয়োজোটাম ... ১৬৭
ক্রোটন টিগলিয়াম ... ১৬৯
কিউবেবা ... ১৬৯
কিউকারবিটা পেপো ... ১৭০
সাইক্লামেন ইউরোপিয়ান ... ১৭০
সাইনোডন ডেকটাইলন ... ১৭২
সাইপ্রিপেডিয়াম পিউবিসেন্স ... ১৭২
কিউকিয়া ... ১৭২
ডিজিটেলিস ... ১৭৩
ডায়সকোরিয়া ... ১৭৫
ডলিক্স প্রুরেন্স ... ১৭৬
ড্রসেরা ... ১৭৭
ডালকামারা ... ১৭৮
ইচিনেশিয়া এ্যানগাসটিফোলিয়া ... ১৮০
ইলাটোরিয়াম ... ১৮১
ইকুইসেটাম হাইমেল ... ১৮২
ইরিওডিকটিয়ন ... ১৮২
ইরিজেরেন ক্যানাডেস ... ১৮৩
ইরিঞ্জিরাম এ্যাকোয়াটিকাম ... ১৮৩
ইউক্যালিপটাস গ্লোবিউলাস ... ১৮৪
ইউজেনিয়া জ্যাম্বোলা ... ১৮৫
ইয়োনিমাল এট্রোপারপাউরা ... ১৮৫
ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম ... ১৮৬
ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম ... ১৮৭
ইউকবিয়াম অফিসিনেরাম ... ১৮৮
ইউফ্রেসিয়া অফিসিনালিস ... ১৮৯

ফিকাস ইন্ডিকা ... ১৯০
ফিকাস রেলিজিওসা ... ১৯০
ফিলিক্সমাস ... ১৯১
ফিউকাস ভেসিকিউলাস ... ১৯১
গ্যালিয়াম এপেরিন ... ১৯২
গ্যাম্বোজিয়া ... ১৯২
গলথেরিয়া প্রকামবেন্স ... ১৯২
জেল্‌সিমিয়াম ... ১৯৩
জেনসিয়ানা লুটিয়া ... ১৯৫
জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম ... ১৯৬
জিনসেং ... ১৯৬
ন্যাফালিয়াম ... ১৯৭
গসিপিয়াম ... ১৯৭
গ্রানেটাম ... ১৯৮
গ্রাটিওলা ... ১৯৯
গ্রিনডেলিয়া রোবাস্তা ... ১৯৯
গুয়াকো ... ২০০
গুয়েকাম ... ২০১
হেমামেলিস ... ২০২
হেলিবোরাস নাইজার ... ২০৩
হেলোনিয়াস ডায়োকা ... ২০৫
হাইড্রাসটিস ... ২০৫
হাইড্রোকোটাইল ... ২০৭
হাইপেরিকাম ... ২০৮
হায়োসায়ামাস ... ২০৯
ইগ্নেসিয়া এমেরা ... ২১১
জ্যাবোরেন্ডি ... ২১২
ইপিকাক ... ২১৩
কালোমেঘ ... ২১৪
লুফা বিন্ডাল ... ২১৫
লুফা এমেরা ... ২১৫
লিউকাস এসপেরা ... ২১৫
লোবেলিয়া ইনফ্লাটা ... ২১৫
লাইকোপোডিয়াম ... ২১৬
লাইকোপাস ভার্জিনিকাস ... ২১৯
লিউপুলাস হিমুলাস ... ২১৯
লিলিয়াম টিগ্রিনাম ... ২২০
লিনেরিয়া ... ২২১
লোলিয়াম টেমুলেন্টাম ... ২২১
মেলিলোটাস এল্বা ... ২২২
মেলিলোটাস অফিসিনালিস ... ২২২
মেলিফোলিয়াম ... ২২৩
মেনিসপারমাম ক্যানাডেনসি ... ২২৩
মেনথা পিপারিটা ... ২২৪
মেজিরিয়াম ... ২২৪
মুথা ... ২২৬
মোমর্ডিকা ব্যালসাম ... ২২৬
মোমর্ডিকা চ্যারন্টিরা ... ২২৬
মূলেন অয়েল ... ২২৭

মাইরিকা চেরিফেরা ... ২২৮
মাইগেল ... ২২৯
মাইট্রাস কমুনিস ... ২২৯
নুফার লুটিয়া ... ২৩০
নাক্স মস্কেটা ... ২৩০
নাক্স ভমিকা ... ২৩১
নিক্ট্যার্ণফা-আটোর ট্রিষ্টিস ... ২৩৩
নিম্ফাইয়া-অডোরেটা ... ২৩৪
ওসিমাম ক্যরিও ফাইলেটাস ... ২৩৪
ওসিমাম গ্র্যাটিসিমাম ... ২৩৪
ওসিমাম ক্যানাট ... ২৩৫
ওলিয়েন্ডার ... ২৩৫
ওলিয়াম এনিমেল ... ২৩৬
ওলিয়াম স্যান্টাল ... ২৩৭
ওপিয়াম ... ২৩৭
পিওনিয়া ... ২৩৯
পেসিফ্লোরা-ইনকারটা ... ২৪০
ফাইটোলাক্কা ... ২৪০
প্লান্টাগো মেজর ... ২৪১
পডোফাইলাম ... ২৪২
পালসেটিলা ... ২৪৩
র‍্যাটানহিয়া ... ২৪৫
রিওম ... ২৪৫
রডোডেনড্রন ... ২৪৬
রাসটক্স ... ২৪৭
রুবিনিয়া ... ২৪৮
রিউমেক্স ... ২৪৯
রুটা ... ২৫০
স্যারাসেনিয়া ... ২৫০
সেনেগা ... ২৫১
স্যাবাল সেরুলেটা ... ২৫১
স্যালিক্স নায়গ্রা ... ২৫২
সিকেলিকর ... ২৫২
স্পঞ্জিয়া ... ২৫৩
স্ট্রোপফ্যানথাস ... ২৫৪
সিম্ফাইটম ... ২৫৫
সিজিজিয়াম ... ২৫৫
থুজা ... ২৫৬
থালাপসি বার্সা ... ২৫৭
থাইমাস-সের্পাইলাম ... ২৫৭
ট্রিলিয়া-পেন্ডুলাম ... ২৫৮
ট্রিটিকাম রিপেন্স ... ২৫৮
ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস ... ২৫৯
ভিসকাস এলবাম ... ২৫৯
ভাইবার্নাম অপুলাস ... ২৬০
জিঞ্জিবার অফিসিনেলী ... ২৬০
থ্যারাপিউটিক্স ... ২৬২

ম্যাজিক অফ মাদার টিংচার

এবিস ক্যানাডেন্‌শিস (Abies Canadensis)

অপর নাম—পিনাস ক্যানাডেন্‌শিস, ক্যানাডা পিচ, হেমলক স্প্রচ।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার প্রকাণ্ড দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী—ইহার টাটকা ছাল (ত্বক) ও পত্র-পত্রিকার এক ভাগ ইহার দ্বিগুণ ওজনের এ্যালকোহল সংযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। মাদার টিংচার প্রস্তুতের জন্য ফরমূলা নং ৩ এবং ইহার ঔষধ শক্তি ১/৬।

উপকারিতা—ঔষধটির উপকারিতা বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। পেটের জ্বালা পোড়া, পেট ফাঁপা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা উপকারী। রোগীর শীত শীত ভাব এবং অসাধারণ জিনিসের প্রতি অত্যন্ত স্পৃহা জন্মে। এছাড়া জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ রমণীদের পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব এবং দুর্বলতা। শ্বাসক্রিয়া এবং হৃদস্পন্দন কষ্টকর। কাজ কর্মে অনীহা, সর্বদা শুয়ে থাকতে চায়। চর্মশীতল এবং চটচটে, হাত দুটি ঠাণ্ডা তৎসহ মূর্চ্ছা ভাব। ডান ফুসফুস ও লিভার ছোট হয়ে যায় এবং শক্ত বোধ হয়। ইহা পুরাতন মধুমেহ রোগেও বেশ উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—মস্তক-মাথা হালকাবোধ, মাতালের মত অবস্থা এবং উত্তেজনা প্রবণ।

পাকস্থলী—যকৃতের কঠিনতা, সর্বদাই মূর্চ্ছা ভাব। পেটের উপর অংশের কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা এবং দুর্বলতা। মাংস, আচার, মুলো, গাজর ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য খেতে চায়। যতটা খেয়ে হজম করতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশী খেতে চায়। জ্বালাপোড়া সহ তলপেট ও পাকস্থলী ফুলে ওঠে। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালাপোড়া।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ু অবতলে ক্ষতের ন্যায় বেদনা বোধ এবং চাপ দিলে উপশম বোধ করে। জরায়ু কোমল ও দুর্বল, সর্বদা শুয়ে থাকতে চায়।

জ্বর—জ্বরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। যেমন শীত শীত সহ কম্পন মনে হয় রক্তে বরফ জল ঢালছে, পিঠ থেকে শীত শীত ভাব যেন নীচের দিকে নামছে। নিশাঘর্ম এবং চর্ম চটচটে। দুই কাঁধের মধ্যে শীতল জলের ন্যায় বোধ হয়।

এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra)

অপর নাম—ব্লাক স্প্রুস, ডাবল স্প্রুস।

পরিচয়—ইহা দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ। ক্যানাডা এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। ইহা ঠাণ্ডা পাহাড়ে জন্মে।

প্রস্তুত-প্রণালী—এই বৃক্ষের গাম (gum) বা শুষ্ক নির্যাস দুই ভাগ, ৯ ভাগ এ্যালকোহল সংযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার মাদার টিংচার এই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহার ঔষধ শক্তি ১/১০ এবং শক্তিকরণের জন্য ফরমূলা নং ৬(ক) অনুসরণ করতে হবে।

উপকারিতা—পেটের রোগ এবং পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগহেতু বিভিন্ন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার অধিকাংশ রোগলক্ষণগুলো পাকাশয়িক গোলযোগ থেকে উদ্ভব হয়। বৃদ্ধদের অজীর্ণ রোগ এবং হৃদযন্ত্রের গোলযোগ। অত্যধিক চা পানের কুফল হিসাবে ক্ষুধাহীনতা। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মূত্রপথে বেদনার অনুভব। এই সকল ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—মাথা গরম, দিনে অবসন্নতা বোধ এবং রাত্রে জেগে থাকে, ঘুম হয় না। কোন কিছু সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারে না।

পাকস্থলী—আহারের পরেই পাকস্থলীতে বেদনার উদ্রেক। মনে হয় পাকস্থলীতে একটি শক্ত জিনিস আঘাত করছে, মনে হয় একটি সিদ্ধ ডিম পাকস্থলীর মুখে আটকে আছে। খাদ্যনালীর উপরি ভাগে সংকোচন বোধ। মনে হয় পাকস্থলীতে গাঁট পেকে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রাতঃকালে ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব। দুপুরে এবং রাত্রে ক্ষুধার বৃদ্ধি। হজমশক্তির অভাব।

বুক—সর্বদাই বেদনার অনুভব, মনে হয় কোন একটি জিনিস বুকে চেপে আছে। বারবার কাশতে কাশতে উহা তুলতে চেষ্টা করে। কাশির পর বেদনার বৃদ্ধি এবং মুখ দিয়ে জল উঠে। গলার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ ভাব। কথা বলতে কষ্ট হয়। হৃদপিণ্ডে প্রবল বেদনা। হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক দ্রুত স্পন্দন আবার কখনো মৃদু। হৃদস্পন্দন গভীর এবং ধীর। ফুসফুস সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত হয় না। শুয়ে থাকলে বুকের বেদনা বৃদ্ধি পায়। পিঠের উপর দিকে বেদনা বোধ। বাতের বেদনা এবং হাড়ের মধ্যে কনকনে ব্যথা।

জ্বর—রোগীর দেহ একবার শীত আবার উত্তাপ। পুরাতন অবিরাম জ্বর সহ উদরে বেদনা। কোন কিছু খাবার পরেই রোগলক্ষণ বৃদ্ধি। রাত্রে জেগে থাকে এবং অস্থিরতা বোধ। খারাপ স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ক্ষুধা অনুভব।

এব্রোমা অগষ্টা ফোলিয়া (Abroma Augusta Folia)

অপর নাম—এব্রোটেনাম, সাউর্দানউড, আর্টিমিশিয়া এব্রোটেনাম।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গাছড়া বিশেষ। দক্ষিণ ইউরোপ অঞ্চলে জন্মে।

প্রস্তুত-প্রণালী—টাটকা পত্র এক ভাগ এবং ইহার দ্বিগুণ ওজনের এ্যালকোহল সংযোগে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার ঔষধ শক্তি $^{১}/_{৬}$ এবং শক্তিকরণের জন্য ফরমূলা নং ৩ অনুসরণ করতে হবে। দেশী ওলট কম্বল গাছ।

উপকারিতা—পূঁয়ে পাওয়া, ধীরে ধীরে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাওয়া, বিশেষ করে নিম্নাংশ শুকাতে থাকে এই সকল ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকারী। এই ঔষধটি রোগান্তর প্রাপ্তি (Metastasis) যথা উদরাময় চাপা পড়ে বাতের আক্রমণ, গ্রন্থিবাত লুপ্ত হবার পর বিভিন্ন মন্দফল দেখা দেয় যেমন ক্ষয় রোগের সম্ভাবনাযুক্ত অন্ত্রাবরণ প্রদাহ, ফুসফুস আবরকে জল সঞ্চয়। বক্ষ প্রদেশে জলে সঞ্চয় অথবা পুঁজ সঞ্চয়, বাত রোগের উপশমের পর অর্শরোগ। নাসা পথে রক্ত পড়া এবং শিশুদের জল কোরণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী দুর্বলতায় উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—মন—ইহার মানসিক লক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একগুয়ে স্বভাব, কোপন স্বভাব, উদ্বিগ্ন এবং হতাশ প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

মুখ—মুখমণ্ডলের চামড়া ঢিলা ও কুঞ্চিত, বৃদ্ধদের মত মুখ। শীতল, শুষ্ক এবং মলিন। নিস্তেজ চোখের চারিদিকে নীলবর্ণ দাগ পড়ে। জীর্ণশীর্ণতার সঙ্গে চর্ম বিকৃতি। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। মুখের উপর রক্ত অর্বুদ। মুখমণ্ডলের বিশ্রীরূপ। উহার মলিনতা প্রকটভাবে প্রকাশ।

পাকস্থলী—মুখের ভিতরে চটচটে আঠার মত ভাব। খাদ্যবস্তু অজীর্ণ অবস্থায় মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। পাকস্থলীতে বেদনাবোধ, রাত্রে বৃদ্ধি, পেটে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। মনে হয় পাকস্থলীটি জলের উপর ভাসছে। ক্ষুধায় পেট কামড়ায়, ক্ষুধাহীনতারভাব তৎসহ প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ তরল পদার্থ বমি করে। তলপেট ফুলে ওঠে। কয়েকদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের পর উদরাময় দেখা দেয়। অর্শরোগ, বারবার মলবেদ, রক্তাক্তমল। বাতের বেদনা প্রশমিত হলেই অর্শরোগ বৃদ্ধি। পেটে কেঁচো কৃমি আছে। নাভিদেশ হতে রক্ত বা রস ক্ষরণ। তলপেটের নাড়িভুড়ি যেন বের হয়ে পড়বে এমন অনুভূতি ইত্যাদি লক্ষণগুলো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস—রোগীর মধ্যে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। উদরাময়ের পর শুষ্ক কাশি দেখা দেয়। বুকে বেদনা বোধ, হৃদপিণ্ডের বেদনা অনুভব খুব বেশী হয়। ঘাড়টি এত দুর্বল যে মাথা সোজা করে রাখতে পারে না। পিঠে বেদনা। কটি দেশের বেদনা শুক্রনালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অর্শরোগ তৎসহ কোমরে বেদনা। ত্রিকাস্থিতে বেদনা।

হাত পা—স্কন্ধদেশে, বাহুদুটিতে, কব্জিতে, পায়ের গোড়ালিতে বেদনা। হাতে, পায়ের আঙ্গুলে এবং উভয় পায়ে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। শীতলতার অনুভব। রোগীর পায়ের দিকটা যেন অধিকতর শীর্ণ হয়ে পড়ে। সন্ধিস্থানগুলো শক্ত ও অবশ হয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনাযুক্ত সংকোচন। সর্বাংশে বেদনার অনুভব। মুখমণ্ডলে ফুসকুড়ির মত উদ্ভেদ বের হয় এবং এইগুলো লুপ্ত হয়ে চর্ম যেন বেগুণী বর্ণ ধারণ করে। চামড়া শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। সমস্ত শরীরে স্ফোটকের ন্যায় উদ্ভেদ দেখা দেয়। অকালে মাথার চুল পড়ে যায় এবং চুলকানিযুক্ত পাঁকুইরোগ। শীতল বাতাসে বা শ্রাব বন্ধ হলে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। সঞ্চালনে উপশম বোধ করে।

অ্যাব্রোমা রেডিক্স (Abroma Radix)

অপর নাম—অ্যাব্রোমা আগষ্টা রেডিক্স, ওলট কম্বলের মূল।

পরিচয়—ইহা আমাদের দেশী প্রস্তুতকৃত ঔষধ এবং ইহা ওলট কম্বলের মূল থেকে প্রস্তুত করা। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলায় এই গাছের উপকারিতা সর্বজন স্বীকৃত। ওলট কম্বলের মূলদ্বারা কবিরাজী মতে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী—ইহার ছাল ও মূল একত্রে (১০০ গ্রাম + ৩৭০ গ্রাম) = ৪৭০ গ্রাম, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ৩০০ সিসি এবং ষ্ট্রং এ্যালকোহল ৩০০ সিসি সংযোগে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়। ইহার প্রস্তুত পদ্ধতিতে ফরমূলা নং ৪ অনুসরণ করতে হবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করতে ওলট কম্বলের টাটকামূল এবং মূলের ছাল প্রয়োজন হয়। ইহার ঔষধ শক্তি $^{১}/_{১০}$ ইহাকে শক্তিকৃত করতে ডিসপেনশিং এ্যালকোহলের প্রয়োজন।

উপকারিতা—রমণীদের ঋতু গোলযোগের ক্ষেত্রে ইহার উপকারিতা যথেষ্ট। অনিয়মিত ঋতুস্রাব, স্বল্পস্রাব, অধিক ঋতুস্রাব, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ঋতুস্রাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বেশ উপকারী। যুবতীদের ক্লোরোসিস রোগ লক্ষণেও যথেষ্ট উপকারী। যে সকল রমণী রক্তহীনতার দোষে আক্রান্ত, মুখমণ্ডল মলিন বা বিবর্ণ, ক্ষুধাহীনতার লক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে রমণীদের ঋতু গোলযোগ এবং ক্লোরোসিস রোগে ইহা নির্দিষ্ট।

এ্যাবসিনথিয়াম (Absinthium)

অপর নাম—আর্টিমিশিয়া এ্যাবসিনথিয়াম, এ্যাবসিনথিয়াম ভালগার, সাধারণ কাঠপোকা, (worm wood)।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার গাছড়া বিশেষ। উত্তর আফ্রিকা, উত্তর এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। আমেরিকায় এই জাতীয় গাছড়া প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছে যখন ফুল ধরে তখনই এই গাছ সংগ্রহ করতে হয়। কারণ এই গাছ দিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করতে হলে ইহাকে এই অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। গাছে ফুল ধরার সময়ই উপযুক্ত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী—টাটকা গাছড়া এক ভাগ এবং ইহার দ্বিগুণ ওজনের এ্যালকোহল সংযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার ঔষধ শক্তি $^{১}/_{৬}$। ইহার ২x শক্তি প্রস্তুত করতে হলে এক ভাগ মাদার টিংচার, দুই ভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার এবং সাত ভাগ এ্যালকোহল প্রয়োজন। শক্তিকৃত করতে হলে ৩ নং ফরমূলা অনুসরণ করতে হবে। তবে ৩x বা ইহার উচ্চ শক্তির জন্য ডিসপেনসিং এ্যালকোহলের প্রয়োজন।

উপকারিতা—মৃগীবৎ আক্রমণের একটি পরিষ্কার চিত্র এই ঔষধটিতে পাওয়া যায়। আক্রমণের পূর্ব স্নায়বিক কম্পন প্রকাশ পায়। হঠাৎ তীব্র বমি বমি ভাব, প্রলাপ, ভূত প্রেত প্রভৃতি দর্শন এবং সংজ্ঞা লোপ হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং নিদ্রাহীনতার ভাব দেখা দেয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা, হিষ্টিরিয়া রোগের আক্ষেপ এবং শিশুদের আক্ষেপ। শিশুদের কম্পন, স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণেও ঔষধটি বিশেষ উপকারী। ব্যাঙের ছাতা আহারের ফলে বিষাক্ততা, তাণ্ডব রোগের ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহার করা উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—মাথা ঘোরে এবং মনে হয় রোগী পেছন দিকে পড়ে যাবে। বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মাথা নিচু করে রাখে। চোখের মণি দুটি প্রসারিত। মুখমণ্ডলী নীল বর্ণ ধারণ করে। মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক সংকোচন দেখা যায়। মাথার চাঁদি যেন ভারী বোধ হয় এবং তৎসহ শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। মুখ গহ্বরের চোয়াল যেন আটকে যায়। জিহ্বায় কামড় লাগে, জিহ্বা কাঁপে, মনে হয় জিহ্বা ফুলে গেছে। জিহ্বা বাইরের দিকে নেমে আসে। মনে হয় গণ্ডদেশ পুড়ে গেছে। কোন একটা শক্ত জিনিষ গলায় যেন আটকে আছে। বমি ও বমিভাব তলপেট স্ফীত, পেটে বায়ু জন্মে। অবিরত মূত্রবেগ, মূত্রে তীব্র গন্ধ। রমণীদের ডান ডিম্বাধারে সূচীভেদ্য বেদনা, জননেন্দ্রিয়। শিথিল ও দুর্বল। পেশীর শিথিলতা বশতঃ অসাড়ে শুক্রপাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা। পক্ষাঘাতের ন্যায় লক্ষণ। মনে হয় বুকে ভারি জিনিস চাপান আছে ইত্যাদি।

একালাইফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

অপর নাম—মুক্তবর্ষী, মুক্তঝুড়ি। ইহা একটি ভারতীয় মূল্যবান ঔষধ।

পরিচয়—ইহা এক প্রকার ছোট ছোট গাছড়া। আমাদের দেশের সর্বত্রই প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইহা পোড়ো বাড়িতে ইটের প্রাচীন গাত্রে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

প্রস্তুত-প্রণালী—টাটকা সংগৃহীত গাছড়া এক ভাগ এবং ইহার দ্বিগুণ ওজনের এ্যালকোহল সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করা হয়। এই রূপ প্রস্তুতকরণকেই মাদার টিংচার বলা হয়। ইহার ঔষধ শক্তি $\frac{১}{৬}$। ইহার ২x শক্তি প্রস্তুত করতে এক ভাগ মাদার টিংচার, দুইভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার এবং সাত ভাগ এ্যালকোহলের প্রয়োজন। ৩x বা ইহার উর্ধ শক্তি প্রস্তুত করতে ডিসপেনশিং এ্যালকোহলের দরকার। ৩ নং ফরমূলা অনুসারে ইহাকে শক্তিকরণ করতে হবে।

উপকারিতা—এই ঔষধটি খাদ্যনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া করে। এছাড়া ইহা প্রারম্ভিক যক্ষ্মারোগে বিশেষ উপকারী। রোগীর শুষ্ক ঠনঠনে কাশি, রক্তাক্ত শ্লেষ্মা উঠে, ধমনী হতে রক্তস্রাব হয়, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে কিন্তু কোন রূপ জ্বর থাকে না। প্রাতঃকালে রোগী খুব দুর্বল থাকে কিন্তু দিন যত বাড়তে থাকে রোগী যেন ধীরে ধীরে বল পেতে থাকে। প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি সহ যাবতীয় প্রকারের রক্তস্রাবে ইহা উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—বুকের লক্ষণটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুষ্ক ঠনঠনে কাশি, তারপর রক্ত উঠা, প্রাতে এবং রাত্রে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। বুকে সর্বদাই তীব্র বেদনা। সকাল বেলা মুখ থেকে উজ্জ্বল লাল রক্ত পড়ে কিন্তু খুব বেশী নয়, সামান্যমাত্র। রাত্রে জমাট রক্ত। নাড়ী কোমল এবং চাপ দিলে থেমে যায়। গণ্ডকোষ, গণ্ডনালী এবং পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ। পেটে জ্বালাপোড়া। সজোরে বায়ু নিঃসরণ হয় তৎসহ পাতলা পায়খানা। মনে হয় নাড়িভুড়ি নিচের দিকে ঠেলা দিচ্ছে তৎসহ কুন্দুশ। পেট ফুলে ওঠে এবং তৎসহ গড়গড় শব্দ করে। তলপেটে কামড়ানি ব্যথা। সরলান্ত্র হতে রক্তস্রাব। প্রাতে বৃদ্ধি। কামলা রোগ, চুলকানি বর্তমান। সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ফুসকুড়ি ও ফুলা ফুলা ভাব। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

এ্যাসাইরানথিসেস এসপেরা (Achyrantheses Aspera)

অপর নাম—বাংলায় ল্যাংড়া কাঁটা, সংস্কৃতে অপমার্গ, হিন্দীতে লাট জিরা, পাঞ্জাবে কুটরী, বোম্বে মাদ্রাজে অঘোদা ইত্যাদি নামে পরিচিত।

পরিচয়—আমাদের দেশে ইহা ল্যাংড়া কাঁটা নামে পরিচিত। এক প্রকার ছোট ছোট গাছ জাতীয় পথের দুপাশে, মাঠে মাঠে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে সরু সরু ছোট সুচের মত কাঁটাগুলো কাপড়ে জড়িয়ে যায়। ইহা ভারতের প্রায় সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে, বর্ষাকালে এবং শীতকালে বেশী হয়। ইহার মূল সহ সমগ্র গাছটিই ঔষধ প্রস্তুতের কাজে লাগে।

প্রস্তুত-প্রণালী—ইহার মাদার টিংচার, প্রস্তুত করতে এক ভাগ মূলসহ গাছ এবং ইহার তিনগুণ ওজনের ষ্ট্রং এ্যালকোহল প্রয়োজন হয়। ইহার ঔষধ শক্তি $\frac{১}{১০}$। ইহার ২x প্রস্তুত করতে এক

ভাগ মাদার টিংচার। দুই ভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার এবং সাত ভাগ এ্যালকোহল প্রয়োজন। ইহার ৩x শক্তি বা ইহার উর্ধশক্তি প্রস্তুত করতে ডিসপেনশিং এ্যালকোহলের দরকার। ইহা ৩ নং ফরমূলা অনুসারে প্রস্তুত করতে হয়।

উপকারিতা—মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রনালীর সংকোচনের জন্য ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে, নিয়মিত ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয় না, মূত্র ত্যাগ কালে কুন্থন দিতে হয় এবং কুন্থনের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে, ভালোমত প্রস্রাব হয় না মনে হয় কিছুটা ভিতরে থেকে গেল ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহা ছাড়া পোকা মাকড়ে কামড়ালে ইহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবহার উপকারী।

এসিডাম এসিটিকাম (Acidum Aceticum)

অপর নাম—এসিডাম এসিটিকাম গ্লেশিয়েল, এসিটিক এসিড গ্লেশিয়েল।

পরিচয়—রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই জাতীয় এসিড প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হলে এক ভাগ ওজন গ্লেশিয়েল এসিটিক এসিড এবং ৯ ভাগ ওজনে এ্যালকোহল সংযোগ করতে হবে। ইহার ঔষধ শক্তি $^{১}/_{১০}$। ইহার শক্তিকরণের জন্য ফরমূলা নং ৫ক অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে যে মাদার টিংচার সলিউশন প্রস্তুত হচ্ছে তার পদ্ধতি হচ্ছে ঃ—

এসিড ও এসেটিক গ্লশিয়েল বি পি—১০১ গ্রাম, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ৯০০ সিসি। এইভাবে এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার মাদার সলিউশান প্রস্তুত করা যায়।

উপকারিতা—এসেটিক এসিড ঔষধটি বিশেষ উপকারী। প্রচণ্ড রক্তহীনতা, শোথ লক্ষণ, অত্যন্ত দুর্বলতা। বারবার মূর্চ্ছাভাব। শ্বাসকষ্ট, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা, বমি, প্রচুর মূত্রস্রাব ও ঘর্মলক্ষণে ইহা উপকারী। শরীরের যে কোন দ্বার হতে রক্তস্রাব। মলিন, শীর্ণ, শিথিল, দুর্বল মাংসপেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ক্ষয় এবং দুর্বলতা। দেহের কোন স্থানে অন্ডলালময় অথবা তন্তুময় পদার্থ গঠিত হলে এসেটিক এসিড উহা তরল করে দেয়। উপত্বকের ক্যানসার রোগে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাবে ইহা ব্যবহার করা যায়। সাইকোসিস দোষ হতে গ্রন্থিস্থানে গুটিকা বা অর্বুদ হলে ইহার ব্যবহার বেশ উপকারী।

লক্ষণ পরিচয়—ইহার মানসিক লক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ। কোপন স্বভাব, সাংসারিক বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চিন্তা করে। স্নায়বিক শিরঃপীড়া, ইহা মাদকদ্রব্য, সেবনের মন্দ ফল হতে উৎপন্ন। প্রলাপ লক্ষণ সহ রক্ত মাথার দিকে ঠেলে উঠে, শংখস্থান স্ফীত হয়, জিহ্বা মূলে বেদনার ভাব থাকে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও মোমের মত। জীর্ণশীর্ণ, চোখ কোটরাগত, উহার চারদিকে গোলাকার দাগ, চোখ উজ্জ্বল লালবর্ণ, ঘর্মাক্ত, ঠোঁটের উপত্বকে পীড়ক, গণ্ডস্থল উত্তপ্ত ও রক্তিম আভাযুক্ত। বাম চোয়ালের মূলদেশে বেদনা।

পাকস্থলী—লালাস্রাব মুখ থেকে নির্গত হয়, পেটে গরম বোধ হয়, তীব্র জ্বালাকর পিপাসা। শীতল জল পান করলে যন্ত্রণা বাড়ে। যে কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণের পর বমন। উদরের উর্ধাংশের কোমলতা প্রাপ্তি, জ্বালাকর বেদনা, মনে হয় পেটের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। পাকাশয়ের ক্যানসার, অম্ল উদ্গার ও বমন। জ্বালাসহ মুখ দিয়ে জল ওঠে। প্রচুর লালাস্রাব হয়, উদর শূল। বুকে এবং পাকাশয়ে তীব্র জ্বালাময় বেদনা। চর্মের শীতলতা এবং কপালে শীতল ঘাম। রোগী মনে করে যে অনেকখানি ভিনিগার খেয়েছে। মনে হয় তলপেটটি ঝুলে পড়ছে, বারবার জলের মত বমি, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, উদরে বায়ু জন্মে এবং শোথ। অন্ত্র হতে রক্তস্রাব।

মূত্র—প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়। ঘোলাটে মূত্র। বহুমূত্রের সাথে প্রবল পিপাসা এবং দুর্বলতার ভাব প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—প্রচুর ঋতুস্রাব, প্রসবের পরবর্তী রক্তস্রাব। গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি ভাব। স্তনদ্বয়ে দুধ জমে বড় হয়ে উঠে এবং বেদনাযুক্ত হয়। স্তনদুগ্ধ বিকৃত রূপলাভ করে এবং উহা নীলাভ, স্বচ্ছ এবং অম্লগন্ধযুক্ত হয়। স্তন্যদাত্রী রমণীগণের রক্তহীনতার দোষ।

শ্বাস-প্রশ্বাস—স্বরভঙ্গ, হিশ হিশ শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসগ্রহণ কালে কাশির উদ্রেক। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হতে ক্রুপ কাশি। গলনালী ও বায়ুনালীর উত্তেজনা। গলগহ্বরে কৃত্রিম পর্দা জন্মে, প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ। পুরাতন গলক্ষত। পিঠে বেদনা, উপুর হয়ে শুয়ে উপশম। পা দুটি শুকিয়ে যায় কিন্তু পায়ের পাতা ও গোড়ালির শোথ।

চর্ম—মলিন মোমের মত, ঘোলা ঘোলা, ত্বক শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং জ্বালাকর অথবা সম্পূর্ণভাবে ঘামে ভিজা, চর্মের চেতনা শক্তি হ্রাস। হুল ফুটান বা দংশনের পর ইহার ব্যবহার উপকারী। জ্বর, জ্বর সহ নিশাঘর্ম, জ্বরের সময় পিপাসার অভাব। প্রচুর শীতল ঘাম।

এসিডাম বেঞ্জইকাম (Acidum Benzoicum)

অপর নাম—বেনজোয়িক এসিড, এসিডাম বেঞ্জইকাম সাবলিমেটাম, ফ্লো-বেন্‌জাইস।

পরিচয়—বেন্‌জোয়িক অর্থাৎ আমাদের দেশের গোবাস নামক সুগন্ধি পদার্থ হতে রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে ইহা প্রস্তুত হয়। গোবাস ধুনার ন্যায় আগুনে জ্বালালে সুগন্ধ বের হয়। এই এসিড অতি সাদা ও পাতলা সুতোর ন্যায়। ইহা জলে দ্রব হয় না।

প্রস্তুত প্রণালী—এক ভাগ বেনজোয়িক এসিড এবং ৯ ভাগ ওজনের এ্যালকোহল সংমিশ্রণে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহার ঔষধ শক্তি ১/১০। শক্তিকরণের জন্য ফরমূলা নং ৬(ক) অনুসরণ করতে হবে এবং ট্রাইট্যুরেশন প্রস্তুতের জন্য ৭ নং ফরমূলা অনুসরণ করতে হবে।

উপকারিতা—এই ঔষধটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মূত্রের গন্ধ এবং বর্ণ। শরীর বিধানের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ইহার ব্যবহারে মূত্রের ইউরিক এসিড দূর হয়। মূত্র অতিশয় ঘোরালবর্ণ এবং অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয় সেই সঙ্গে সন্ধিবাতের লক্ষণ থাকে। মূত্রের পরিমাণ কম। মূত্রের এইসব লক্ষণে ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। শিশু কোলে থাকতে চায়। শুতে চায় না। বেদনা এক স্থান হতে অন্যস্থানে সরে যায়। ঔষধটি সাইকোসিস দোষনাশক। সন্ধি বাত ও হাঁপানিতেও উপকার পাওয়া যায়।

লক্ষণ পরিচয়—মানসিক লক্ষণগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। গতকালের অপ্রিয় কথাগুলো বারবার মনে আসে। লেখার সময় কথা বাদ পড়ে যায়। মানসিক অবসাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্তক—শিরঃঘূর্ণন, যেন এক পাশে ঘুরে পড়ে যাবার মত অবস্থা। শঙ্খ দেশের ধমনীগুলো যেন স্ফীত হয়ে উঠে এবং দপ দপ করে। কানের পার্শ্বদ্বয় ফুলে উঠে। কোন কিছু জিজ্ঞাসার সময় কানে শব্দ হয়। জিহ্বায় ক্ষত। কানের পেছন দিকটা ফোলা ফোলা মনে হয়। কপালে শীতল ঘাম। মুখের মধ্যে কুচকে যাওয়া বা খোঁচামারা সংকোচন মাড়ি নীলবর্ণ, মাড়ি হতে রক্ত পড়ে বসাময় অর্বুদ। নাসিকার ভেদকে কণ্ডুয়ন, নাসিকার অস্থিতে বেদনা বোধ। মুখমণ্ডলের উপর তাম্রবর্ণ দাগ। লালবর্ণসহ ছোট ছোট উদ্ভেদ। গালের উপর সীমাবদ্ধ লাল দাগ।

উদর—আহারকালে ঘাম। পাকস্থলীতে চাপবোধ, মনে হয় যেন কিছু চাপান আছে। নাভি দেশের চারিদিকে কর্তনবৎ বেদনা। যকৃত স্থানে খোঁচামারা বেদনা। সরলান্ত্রে খোঁচামারা ব্যথা এবং সংকোচন বোধ। গুহ্যদেশ যেন কুচকিয়ে আসে এবং অবরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়। মলদ্বারের চারিদিকে চুলকানি এবং ঘোলা ভাব।

মলমূত্র—মল ফেনাময়, দুর্গন্ধ, তরল, ফিকাবর্ণ, সাবান জলের মতো। মলত্যাগের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয়। মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, মূত্রের বর্ণ পরিবর্তন হয়। মূত্র ঘোরাল বর্ণ এবং অম্ল। অসাড়ে মূত্রস্রাব। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। মূত্রে অত্যধিক ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। লুপ্ত গনোরিয়া হতে মূত্র মার্গে ক্ষত সৃষ্টি হয়। মূত্রাশয় প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস—প্রাতে স্বর ভঙ্গ, হাঁপানির মত কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, ডানদিকে শুলে বৃদ্ধি। হৃদপিণ্ড স্থানে বেদনাবোধ। পিঠে প্রচণ্ড চাপের ন্যায় ব্যথা অনুভব। মূত্রগ্রন্থি অঞ্চলে অল্প অল্প বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাঁটার সময় সন্ধিগুলো কট্ কট্ করে, হাত পায়ে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। জঙ্ঘা হতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত শিরায় বেদনা। সন্ধিবাত। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা। হাঁটু ফোলা ও বেদনাযুক্ত।